দৈনিক খবর

তারিখ ...14 MAR 1993 ... ...
পৃষ্ঠা ... ৬ ... কলাম ... ৩ ...

কুষ্টিয়াবাসীর প্রাণের দাবী ঃ

ইসলামিয়া কলেজ জাতীয়করণ করা হোক

● মতিউর রহমান লাল্টু ●

১৩ই মার্চ।– হাজারো সমস্যা, বাধা বিঘ্ন অতিক্রম করে বছরের পর বছর কুষ্টিয়া ইসলামিয়া কলেজ পুরে উদ্যমে স্বীয় ঐতিহ্য বহন করে চলেছে। সম্প্রতি গজিয়ে ওঠা শিশু গাছ বেষ্টিত ছায়া সুনিবিড় মুগ্ধকর পরিবেশে ছাত্র–ছাত্রী ও শিক্ষকবৃন্দের স্নেহ লালিত্যে ভরপুর। যেখানে হাতে গোনা কয়েকজন ছাত্র নিয়ে যে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানটি পদচারণা শুরু করে ১৯৬৮ সালে। সেই পবিত্র শিক্ষাঙ্গণে এখন ৪ হাজারের বেশী ছাত্র–ছাত্রীদের প্রাণোচ্ছল স্পন্দনে মুখরিত।

প্রধানমন্ত্রী বিভিন্ন সমাবেশে বলছেন সন্ত্রাসমুক্ত বেসরকারী কলেজকে প্রথমে সরকারীকরণ করা হবে। বাংলাদেশে বর্তমানে হাতে গোনা যে কটি কলেজ সন্ত্রাসমুক্ত আছে তার মধ্যে অন্যতম কুষ্টিয়া ইসলামিয়া কলেজ। দেশ স্বাধীন হবার পর থেকে বিভিন্ন সরকার এটাকে সরকারীকরণের আশ্বাস দিলেও আজও সরকারীকরণ হয়নি। পাশাপাশি এর চেয়ে অনেক নতুন, থানা শহরে অনেক কলেজ সরকারীকরণ হয়েছে। খুলনা বিভাগের মধ্যে সর্ববৃহৎ বেসরকারী কলেজ এই কুষ্টিয়া ইসলামিয়া কলেজ। কলেজে বর্তমানে শিক্ষকের সংখ্যা ৪২ জন ও অফিস সহকারী ও কর্মচারীর সংখ্যা ২৯জন।

ইসলামিয়া কলেজ সরকারীকরণের ব্যাপারে কলেজের ছাত্রনেতা ও অধ্যক্ষের একান্ত কথা–

ছাত্রনেতাদের উদ্দেশে প্রশ্ন–

ইসলামিয়া কলেজ উন্নয়নে বর্তমান সংসদ কি ভূমিকা রাখছে বলে আপনি মনে করেন? ইসলামিয়া কলেজ উন্নয়নে সরকারী উদ্যোগ সক্রিয়তা আছে কি?

আপনার সংগঠন এ ব্যাপারে কি ভূমিকা রাখবে বলে আপনি মনে করেন?

ইসলামিয়া কলেজ উন্নয়নের জন্য আপনারা কি আন্দোলনের কর্মসূচী গ্রহণ করেছেন?

আবু জাফর দুলাল
সাধারণ সম্পাদক
ছাত্রলীগ (বা–কা), জেলা শাখা

বর্তমান ছাত্র সংসদ উন্নয়নের ব্যাপারে কোন ভূমিকা রাখতে পারেনি। এই সংসদ নির্বাচন–পূর্ব ওয়াদা পূরণে ব্যর্থ। সর্বোপরি ব্যর্থ।

সরকারের কোন সক্রিয়তা নেই। কিছুদিন আগে প্রধানমন্ত্রী আশ্বাস দিয়েছেন জাতীয়করণ করবে। এটুকুই শুনেছি।

আমার দল এই কলেজকে জাতীয়করণের জন্য ভবিষ্যতে আন্দোলনে ভূমিকা রাখবে।

ইসলামিয়া কলেজ উন্নয়নের জন্যে আমরা বরাবরই আন্দোলন করে যাচ্ছি এবং বিভিন্ন কর্মসূচী গ্রহণ ও আন্দোলন করছি।

শেখ জায়েদুল হক মতিন
সাধারণ সম্পাদক
বাংলাদেশ ছাত্র ইউনিয়ন, জেলা শাখা

কলেজ উন্নয়নে বর্তমান সংসদ কোন ভূমিকা রাখতে পারেনি। সব কিছু দেখে এক কথায় বলা যায় এ সংসদ ব্যর্থ।

সরকারের উদ্যোগ বা সক্রিয়তা দেখিনি। তবে বিভিন্ন সময় সরকারী দলের

৫–এর পাতায় দেখুন

ইসলামিয়া কলেজ

৬–এর পাতার পর

নেতাদের মুখ থেকে শোনা যায় উন্নয়ন হবে এটুকুই শুনি।

আমার দল পূর্বে কলেজ জাতীয়করণের ব্যাপারে বিভিন্ন সময় সমাবেশ বিক্ষোভ করেছে। বর্তমানেও বিভিন্ন সমাবেশে জাতীয়করণের জোর দাবী করে থাকি। ভবিষ্যতে করবো।

ইসলামিয়া কলেজ উন্নয়নের ব্যাপারে বর্তমানেও আন্দোলন করে যাচ্ছি। ভবিষ্যতে বৃহৎ আন্দোলনের কর্মসূচী নেব।

শহীদুল্লাহ শহীদ
সহ–সভাপতি
ইসলামিয়া কলেজ ছাত্র সংসদ

আমাদের সংসদ ক্ষমতা গ্রহণের পর ধাপে ধাপে বিভিন্ন কাজ করেছি। যা পূর্বে কখনোহয়নি।

কলেজ উন্নয়নের ব্যাপারে সরকারের যেমন উদ্যোগ প্রয়োজন তেমনি প্রয়োজন সকলের আন্তরিক উদ্যোগ। তবে সরকারের উদ্যোগ আছে।

আমাদের সংগঠন অতীতে কলেজ উন্নয়নের আন্দোলনে ছিল। বর্তমানে আছে, ভবিষ্যতে থাকবে। বিভিন্ন সময় কলেজ উন্নয়নের জন্য আন্দোলন, সংগ্রামে কর্মসূচী আমরা গ্রহণ করেছি।

আলহাজ্ব আ ফ ম নাজমুল সালেহীন
অধ্যক্ষ
কুষ্টিয়া ইসলামিয়া কলেজ, কুষ্টিয়া।

বর্তমান কলেজ প্রশাসন কলেজ উন্নয়নের ব্যাপারে কতটা আশাবাদী প্রশ্ন করা হলে কলেজের অধ্যক্ষ আলহাজ্ব আ, ফ, ম, নাজমুল সালেহীন বলেন, বর্তমান কলেজ প্রশাসন কলেজের সঠিক উন্নয়নের ব্যাপারে পুরোপুরি আশাবাদী। কলেজে সন্ত্রাস প্রসঙ্গে প্রশ্ন করা হলে কলেজের অধ্যক্ষ বলেন, আমি ক্ষমতা পাবার পর একদিনের জন্যে কোন সন্ত্রাসী ঘটনা কলেজ ক্যাম্পাসে সংঘটিত হয়নি। সেই সাথে ১ দিনের জন্যও কলেজ বন্ধ রাখতে হয়নি।

প্রধানমন্ত্রীর কুষ্টিয়া সফরে ইসলামিয়া কলেজের জাতীয়করণ বা উন্নয়নের ব্যাপারে কি কোন প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন? এ প্রশ্নের জবাবে অধ্যক্ষ সাহেব বলেন, মাননীয়া প্রধানমন্ত্রীর সমীপে বিভিন্ন ফোরাম থেকে কলেজের জাতীয়করণ উন্নয়নের জন্য পেশ করেছে, তবে তিনি পর্যায়ক্রমে জাতীয়করণ করবেন বলে আশ্বাস দিয়েছেন।

কলেজ জাতীয়করণ হোক এটা আজ কুষ্টিয়া শহরের প্রাণের দাবীতে পরিণত হয়েছে। এ প্রসঙ্গে ছাত্র সংসদের ক্রীড়া সম্পাদক মেজবাউদ্দিন আহমদ পিন্টু বলেন, প্রধানমন্ত্রী প্রায়দিনই বলেন, বলছেন সন্ত্রাসমুক্ত কলেজ জাতীয়করণ করা হবে। এ যাবত ৩/৪ বছরের মধ্যে সন্ত্রাসের কারণে ১ ঘন্টার জন্য হলেও কলেজ বন্ধ হয়নি। এ হিসেবে আমাদের কলেজই প্রথম জাতীয়করণ হওয়া উচিৎ। তবে আমাদের কলেজের ব্যাপারে প্রধানমন্ত্রী কথা দিয়েছেন।

বাংলাদেশ ছাত্র ইউনিয়নের অন্যতম নেতা শহীদুল ইসলাম কানন বলেন, সরকারীকরণের জন্য আমরা জোর দাবী জানাচ্ছি। আমাদের কমন রুম নেই বললেই চলে। বিজ্ঞানাগার নামে মাত্র, খুলনা বিভাগের সর্ববৃহৎ বেসরকারী কলেজ হওয়া সত্ত্বেও এই কলেজ জাতীয়করণ হচ্ছে না।

আমাদের কমনরুমে খেলাধুলার কোন কিছু নেই। এ ছাড়া আয়তনে একদমই ছোট, ফলে ক্লাস অফ থাকলে বারান্দায় দাঁড়িয়ে থাকতে হয় অস্বস্তিকর অবস্থায়। কথাগুলো বলেন কলেজের নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক একজন ছাত্রী।

বিভিন্ন সময় বিভিন্ন সরকার এই কলেজকে জাতীয়করণ করবেন বলে কথা দিলেও কেউই সুনীলের কবিতার মত কথা রাখেনি। প্রতি বছর বিভিন্ন পরীক্ষার ফলাফল দেখলে বোঝা যাবে অনেক সরকারী কলেজ থেকে এই কলেজের ফলাফল অনেক ভালো। সর্বশেষে বলা যায় যোগ্যতার নিরিখে যদি বিচার করা যায়, প্রধানমন্ত্রীর ঘোষণার সাথে যদি বিচার করা যায়, কলেজের সমস্ত শিক্ষক ছাত্রের হৃদয়ের চাওয়া–পাওয়ার সাথে যদি বিচার করা যায় তবে এই কলেজকে সরকারীকরণে দেরী হবার কোন কারণ নেই।